টানা ১০ দিনের ছুটিতে জনশূন্য দর্শনা রেলবন্দর

মুসলিম সম্প্রদায়ের সব থেকে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আযহা উপলক্ষে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দরের সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকবে টানা ১০ দিন। বুধবার (৪ জুন) থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত ১০ দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশন ম্যানেজার মির্জা কামরুল হক জানান এ সময় এলাকার সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক বন্ধ থাকায় আমদানিকারকরা লেনদেন করতে পারবেনা এবং পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে বাংলাদেশ রেল ভবন এ নির্দেশনা দিয়েছেন।

এ সময় ভারত থেকে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল পথের মাধ্যমে কোন মালামাল আমদানি করা হবেনা।দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস আই রমজান আলি জানান পবিত্র ঈদুল আযহার জন্য দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথে ভারত- বাংলাদেশের মধ্যে পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত স্বাভাবিক থাকবে,এখানে ছুটি থাকবেনা।

তবে বাংলাদেশ – ভারতের মধ্যে টানা পড়নে ভিসা না দেওয়ায় যাত্রীর সংখ্যা প্রায় শুন্যের কোটায় চলে এসেছে।আগে ঈদে বাড়তি চাপ থকতো এখন সেটা আর নেই।

দর্শনা সি এন্ড এফ এসোসিয়েশনের সভাপতি হাজী খন্দকার শওকত আলি জানান সি এন্ড এফের সকল অফিস ও তাদের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

দর্শনা ইমিগ্রেশনে আওয়ামী লীগ নেতা আটক

ঝিনাইদহের আওয়ামী সরকারের সাবেক জিপি ও ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বিকাশ কুমার ঘোষকে অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসা শেষে দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে ভারত থেকে ফেরার সময় দর্শনা

ইমিগ্রেশন বিভাগের পুলিশ আটক করেছে।

গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৪ টায় তাকে আটক করা হয়। বিকাশ কুমার ঘোষ (৫০) ঝিনাইদহের খর্দ এলাকার বিমল কুমার ঘোষের ছেলে। এ সময় তার সাথে স্ত্রী ও মেয়ে ছিল।

দর্শনা চেকপোস্টের ইমিগ্রেশন পুলিশের ইনচার্জ মোঃ রমজান আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান- সাবেক জিপি বিকাশ কুমার ঘোষের পাসপোর্টে গত ১৫ মে ভারতে যাবার পর ব্ল্যাক লিস্টেড হওয়ায় তাকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে গত ৫ আগস্ট বিস্ফোরক আইনে মামলা রয়েছে। তিনি হাইকোর্টের জামিন আছেন দাবী করলেও আমাদের কাছে কোন আপডেট নেই, সংগত কারণেই তাকে আটক করে দর্শনা থানা পুলিশের নিকট বিকাল সোয়া ৫টায় সোপর্দ করা হয়েছে।

বিপুল কুমার ঘোষ এই প্রতিবেদকের নিকট দাবী করেন- তিনি জিপি থাকলেও তেমন কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ড করেননি এবং গত ৯ মার্চ থেকে ৬ মাসের জামিনে আছেন। এ সময় তাকে অশ্রু সিক্ত দেখা যায়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমীর জানান, তার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ থানায় ভাংচুর ও বিষ্ফোরক আইনে মামলা রয়েছে। সংগত কারণেই তাকে ঝিনাইদহ পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহের গণমাধ্যম কর্মীরা জানান- বিকাশ কুমার ঘোষকে আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর সহযোগীতায় নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মের মাধ্যমে জিপি করা হয়। তাকে ব্যবহার করে মিন্টু বাহিনী ঝিনাইদহে শত শত বিঘা সরকারি সম্পত্তি নিজেরা দখল করে নেয় এবং বিরোধীদলের নেতা কর্মীরা তার কারণে আইনী সহযোগীতা থেকে বঞ্চিত হয়।

দর্শনায় নিম্ন চাপের কারণে

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

দর্শনায় বারোমাসি কদবেল চাষে সফলতা পেয়েছেন তরিকুল ইসলাম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা আনোয়ারপুর গ্রামে বারোমাসি জাতের কদবেল বাগান করে সফলতা পেয়েছেন উদ্যোক্তা তরিকুল ইসলাম এমনটাই দাবি করেছেন তিনি।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে তিনি বলেন, “আমি এক জায়গায় ঘুরতে গিয়ে বারোমাসি কদবেল গাছের কিছু ডাল সংগ্রহ করে নিজ হাতে চারা তৈরি করে এই বাগান করেছি। আমার এই কদবেল বাগান ১ বিঘা জমির উপর গড়ে তোলা হয়েছে।”

তিনি বলেন, “চারা রোপণের নিয়ম খুবই সহজ। অন্যান্য সাধারণ গাছের মতো পরিমাণমতো গর্ত খুঁড়ে চারা রোপণ করতে হয়। প্রতিটি চারা ১২/১২ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর জৈব সার দিতে হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হয়।”

প্রতি বিঘায় খরচ কেমন জানতে চাইলে তিনি বলেন, “জমি চাষ, চারা কেনা, সার কেনা ইত্যাদি মিলিয়ে ৪০-৫০ হাজার টাকা মতো খরচ হয়।”

গাছের রোগ দেখা দেয় কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কদবেল গাছে ছত্রাক ও জাব দেখা যায়। এক্ষেত্রে ওষুধ দিলে এর সমাধান হয়ে যায়।”

গাছের পরিচর্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, “বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে, পানির প্রয়োজন হলে সেচ দিতে হবে। একটু দেখাশোনা করলেই এখান থেকে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি। বারোমাসি কদবেল আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথেও মানিয়ে নিয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমার কদবেল বাগান নিয়ে অনেক স্বপ্ন রয়েছে এবং মেহেরপুর প্রতিদিনকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের মতো কৃষকদের সফলতার গল্প সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য।”

দর্শনায় ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

গত রবিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার চৌকস এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ বোতল ফেনসিডিল ও ১ কেজি গাঁজাসহ রুবিনা খাতুন (৩৫) নামের এক নারীকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত রুবিনা খাতুন দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা নতুনপাড়া এলাকার আবু ছদ্দির মেয়ে।

গতকালই তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় শহীদ জিয়ার শাহাদাত বার্ষিকী পালনে প্রস্তুতিসভা

আগামী ৩০ মে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শাহদৎ বার্ষিকী। শাহাদাত বার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সাথে পালনের লক্ষে দর্শনায় বিএনপির প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকালে দর্শনা রেল ইয়ার্ড চত্তরে অনুষ্ঠিত সভায়

প্রধান অতিথি ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির অন্যতম সমন্বয়ক, সাবেক সভাপতি হাজি খন্দকার শওকত আলী।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা মাও ওমর আলী, মোখলেসুর রহমান, আজিজুল ইসলাম, মোখেলসুর রহমান, শুকুর আলী, আ. খালেক, আবু তাহের, দর্শনা পৌর মৎসজীবিদলের সভাপতি হাজি নজির আমিন, জেলা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মিঠু, নুর গনি, বাবু,

সেলিম মেহবুব লিটন, শাহীন আলম, আশরাফুল, নাসির উদ্দিন, তোফাজ্জেল হোসেন, যুবদলনেতা রাসেল, সের আলী, সোহেল, রানা, বাবু, রিপন, শান্ত, সেচ্চাসেবকদলনেতা সজিব, ব্যবসায়ী নেতা শরিফুল ইসলাম। সার্বিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল।

দর্শনা মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির প্রথম বৈঠক

ঐতিহ্যবাহি দর্শনা মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০ টার দিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

নবগঠিত এডহক কমিটির সভাপতি, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক কমিটির অন্যতম সদস্য, শিক্ষানুরাগি আলহাজ্ব মশিউর রহমান সভার সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা করেন, সদস্য সচিব, প্রধান শিক্ষক একরামুল হক, শিক্ষক সদস্য আবুল কাশেম মিল্টন, অভিভাবক সদস্য লুৎফর রহমান। কমিটি বৈঠক শেষে সকল শিক্ষকের সাথে মতবিনিয়ম করেন মশিউর রহমান সহ কমিটির সকলে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক সৈয়দা শামিম আরা, আক্তার জাহান,

সাবিনা ইয়াসমিন, ফারজানা, আরিফা সুলতানা, শাসুন্নাহার, উম্মে হাবিবা মায়া, দেলোয়ারা আমান উল্লাহ, আব্দুল কাদের, মোস্তাফিজুর রহমান, আশরাফুল আলম, আ. খালেক, হাফিজুর রহমান, হুমায়ুন কবির, রিমন হোসাইন, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। পরে প্রতিটি শ্রেনী কক্ষ পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীদের খোজ খবর নেন।

কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে প্রতি ৩ মাস পর অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক, সাপ্তাহিক ক্লাশ টেস্ট পরিক্ষা গ্রহন, স্কাউটিং, লেখাধূলা, সাহিত্য-সাংস্কৃতি জোরদার করা হবে।

এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নে বার্ষিক পরিক্ষায় কোন বিষয়ে অকৃতকার্য ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মশিউর রহমানের ব্যাক্তি অর্থায়নে ২০ জন স্কাউটার সহ দরিদ্র এক শিক্ষার্থীকে স্কুল পোশাক দেয়া হবে।

দর্শনায় কনস্টেবলের মৃত্যুর ঘটনায় ৭ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ইমিগ্রেশন ভবন থেকে পুলিশ কনস্টেবল শামিম রেজা সাজুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারের এক মাস পর সাত পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিহত কনস্টেবলের বাবা হাসেম আলী ফরাজী মঙ্গলবার (২০ মে) দর্শনা আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলাটি গ্রহণ করে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদুল ইসলাম তদন্তের দায়িত্ব পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-কে দিয়েছেন। মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট নাজমুল হাসান লাভলু জানান, আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

জানা গেছে, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের

বাসিন্দা শামিম রেজা সাজু চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর আন্তর্জাতিক চেকপোস্টের ইমিগ্রেশন বিভাগে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত ১৮ এপ্রিল সকালে চেকপোস্টের নতুন ভবনের দোতলার একটি কক্ষ থেকে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে সময় দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

তবে এক মাসের বেশি সময় পর নিহতের বাবা আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন—সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) তারেক মাহমুদ, লাভলুর রহমান, মিঠুন হোসেন, সহিদুল ইসলাম, কনস্টেবল মেহেদী হাসান, ইমিগ্রেশন বিভাগের ইনচার্জ সহকারী উপ-পরিদর্শক (এসআই) রমজান আলী ও কনস্টেবল সোহেল রানা।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, শামিম রেজা বিবাহিত এবং তাঁর পাঁচ বছর বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। স্ত্রী ও সন্তান পিত্রালয়ে থাকলেও শামিম দর্শনার নতুন ভবনে সহকর্মীদের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর পারিবারিক জীবনে কোনো অশান্তি ছিল না।

বাদীর দাবি, দর্শনা ইমিগ্রেশনে যোগদানের পর থেকেই শামিম রেজা সহকর্মীদের বৈষম্য ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। নানা অজুহাতে আসামিরা তাঁকে হেনস্তা করতেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন। প্রতিবাদ করায় শামিমকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হতো বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, ১৭ এপ্রিল ১ থেকে ৫ নম্বর আসামি শামিমকে খুনের হুমকি দিলে তিনি তাঁর সহকর্মী ও একই গ্রামের বাসিন্দা কনস্টেবল সোহেল রানাকে (৭ নম্বর আসামি) হোয়াটসঅ্যাপে বিষয়টি জানান। কিন্তু সোহেল রানা তা পরিবারের কাউকে না জানিয়ে উল্টো অভিযুক্তদের বিষয়টি জানিয়ে দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আসামিরা যৌথভাবে শামিমকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজান বলে অভিযোগে দাবি করা হয়েছে।

দর্শনায় স্কুলছাত্র হত্যায় আসামিদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ছয়ঘরি গ্রামে ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুলছাত্র রিয়াদ হোসেন (১৩) কে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৪ মে) দুপুর ১২টায় আসামিদের বাড়ির সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে নিহত রিয়াদের স্কুলের সহপাঠী, শিক্ষক এবং এলাকার সাধারণ মানুষ।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মদনা-পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. শফিউল্লাহ, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মো. নাহারুল মাস্টার, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. একরামুল হোসেন, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বক্তারা অবিলম্বে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে ফাঁসির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত সোমবার (১২ মে) দুপুরে ছয়ঘরি গ্রামে পারিবারিক বিরোধের জেরে বাইতুল্লার ছেলে মো. হযরত আলী তার সঙ্গে থাকা ধারালো হাসুয়া দিয়ে জিয়াউর রহমান কাজীর ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রিয়াদ হোসেনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে।

এ ঘটনায় পরদিন মঙ্গলবার (১৩ মে) নিহত রিয়াদের পিতা দর্শনা থানায় ৫ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শহিদ তিতুমীর জানান, ইতোমধ্যে দুইজন আসামিকে আটক করা হয়েছে এবং বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

দর্শনায় স্কুলছাত্র হত্যার ঘটনায় মামলা, দুই আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর–মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়ায় ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুলছাত্র রিয়াদ হোসেন (১৩) হত্যার ঘটনায় পাঁচজনকে আসামি করে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।

নিহত শিক্ষার্থীর বাবা জিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে আজ মঙ্গলবার মামলাটি করেন। পুলিশ হুকুমের আসামিসহ এজাহারনামীয় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে মামলার প্রধান আসামি হযরত আলীসহ তিনজনকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

গতকাল সোমবার বিকেলে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে মা–বাবার সামনেই স্কুলছাত্র রিয়াদ হোসেনকে প্রতিপক্ষের লোকজন প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে। রিয়াদ ছয়ঘরিয়া গ্রামের ব্যাকপাড়ার জিয়ারুল ইসলামের ছেলে। সে পার্শ্ববর্তী মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত। তার মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে আজ দুপুরে গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়েছে। বাদ আসর দাফনের জন্য সেখানে প্রস্তুতি চলছে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদ মো. তিতুমীর জানান, স্কুলছাত্র রিয়াদ খুনের ঘটনায় তার বাবা জিয়ারুল ইসলাম আজ থানায় মামলা করেছেন। মামলায় প্রতিবেশী হযরত আলী, তাঁর ভাগনে বিদ্যুৎ, মা ফাহিমা খাতুন, বোন বিউটি খাতুন ও স্ত্রী সুবর্ণা খাতুনকে আসামি করা হয়েছে। হুকুমের আসামি ফাহিমা খাতুন ও সুবর্ণা খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অন্যদের ধরতে অভিযান চলছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, স্বামী আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে পারিবারিক কলহের কারণে আসামি বিউটি খাতুন তিন মাস ধরে বাবার বাড়িতে অবস্থান করছেন। বিউটির স্বামী আনোয়ারের সঙ্গে জিয়ারুলের বন্ধুত্ব থাকায় আসামিরা প্রায়ই তাঁকে (জিয়ারুল) গালামন্দ করতেন। ১২ মে বেলা তিনটার দিকে জিয়ারুল বাড়ি থেকে মাঠের দিকে যাওয়ার সময় তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন আসামি ফাহিমা খাতুন। গালি দিতে নিষেধ করলে জিয়ারুলের গেঞ্জির কলার ধরে কিল–ঘুষি মারতে থাকেন ফাহিমা। সেখান থেকে জিয়ারুল কৌশলে বাড়ি ফিরে আসেন। বেলা সোয়া

তিনটার দিকে আসামিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে লাঠি, লোহার রড, রামদাসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জিয়ারুলের বাড়ির সামনে আসেন। বাড়ির সামনে তাঁরা রিয়াদকে দেখতে পান। এ সময় ফাহিমা খাতুনের হুকুমে হযরত আলী রামদা দিয়ে রিয়াদকে কুপিয়ে হত্যা করেন।